দৈনিক খবর ৪৬. 14

তারিখ 19 APR 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সমস্যার আর এক নাম

বেলচৌ-করিমাবাদ সিনিয়র মাদ্রাসা

॥ এম রফিক ॥

চাঁদপুরঃ বেলচৌ-কারিমাবাদ সিনিয়র মাদ্রাসা হাজীগঞ্জ উপজেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে এবাজদম থেকে ফাজেল পর্যায়ে শয়ে শয়ে ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যা-শিক্ষা অর্জন করছে।

সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক মাদ্রাসাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছেন কিন্তু হাজীগঞ্জ উপজেলার বেলচৌ-কারিমাবাদ সিনিয়র মাদ্রাসাটি সরকারের আর্থিক সাহায্যের আওতায় পড়েনি। সমস্যার পাহাড় বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাজীগঞ্জ জনবহুল উপজেলার সীমিত আসনের বেলচৌ-কারিমাবাদ সিনিয়র মাদ্রাসাই উপজেলার অন্যতম মাদ্রাসা। এ ছাড়াও বেলচৌ মাদ্রাসা থেকে অন্য মাদ্রাসাগুলো দূরে অবস্থিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে গরীব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এবং যানবাহনের অশেষ ক্লেশ ও দুর্ভোগ স্বীকার করে প্রতিদিন দূরের মাদ্রাসাগুলোতে যাওয়া আসা বেশ কষ্টসাধ্য। এর ফলে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের মহামূল্যবান সময় অপব্যয় হয়, অপরদিকে তেমনি অভিভাবকদের প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনার কারণে ছেলেমেয়েদের দূরের মাদ্রাসায় পাঠিয়ে উদ্বেগ আর উৎকন্ঠার মধ্য দিয়ে সময় কাটাতে হয়। তাই এই জনবহুল উপজেলার সিংহভাগ ছেলেমেয়েই এই বেলচৌ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। অথচ এই মাদ্রাসাটিই আজ (দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্যান্য মাদ্রাসার তুলনায়) অসংখ্য সমস্যার আবর্তে নিপতিত। যা দেখে যে কোন বিবেকবান মানুষটিই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না।

সমস্যাগুলো হচ্ছে- আবাসিক সংকট। অধ্যক্ষের যথোপযুক্ত অফিস কক্ষ নেই। আর্থিক অসুবিধার কারণে বেড়ার ঘরে কোন রকমে ক্লাস চালানো হচ্ছে। শিক্ষকদের কয়েকটি পদ শূন্য। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আসবাবপত্র এবং পাঠাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণ বই এবং বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও খেলাধূলার সাজ-সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। চারদিকে বেড়া না থাকায় গরু, ছাগল সব সময় বিচরণ করে পরিবেশ বিনষ্ট করছে। মাদ্রাসার আওতায় ৩০১ দাগের ১ একর ৭২ শতাংশ দীঘিতে সর্বনাশা বন্যার কারণে মাছের চাষ করতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে।